৬৪

দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ SEP. 24 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

এহচএসাস ফলের পর ভার্ত জ্বরে ভুগছে তিন লাখ ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী

মোশতাক আহমেদ ॥ এইচএসসি পরীক্ষার ফলের আনন্দের রেশ যেতে না যেতেই দেশের তিন লাখ ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী এখন ভুগছে উচ্চ শিক্ষার ভর্তিজ্বরে। ভর্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিও চলছে জোরেশোরে। চলতি বছরেই অনুষ্ঠিত হবে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষা নিয়ে আজ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কবে ভর্তিপরীক্ষা হবে তা আজকের বৈঠকেই প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) শনিবার থেকে শুরু হওয়া টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার পর পরই প্রথম বর্ষের ভর্তিপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র ধরার প্রতিযোগিতায় চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে ইতিমধ্যে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। এবারের ভর্তিপরীক্ষায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। গত ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষায় এবারে সাত শিক্ষা বোর্ডে দুই লাখ ৬৩ হাজার তিন শ' আটান্ন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। মাদ্রাসা ও কারিগরিতে আরও ৭১ হাজারের মতো শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। রেজাল্টের পর থেকেই তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির চিন্তা বাসা বেঁধেছে। কোচিং থেকে শুরু করে যে যেভাবে পারছে সে ভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে এই লড়াইয়ের জন্য। রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসিতে (বিজ্ঞান) জিপিএ-৫ পাওয়া মেধাবী ছাত্র রাকিবুল ইসলাম রনি জনকণ্ঠকে জানায়, সে পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে মেডিক্যালের কোচিং করছে। তার বিশ্বাস মেডিক্যালে ভর্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বাকি দিনগুলোতে সব প্রস্তুতি শেষ হবে। রনির মতো সব শিক্ষার্থী একইভাবে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও ভর্তিপরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষার জন্য আজ রবিবার ভর্তি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশীদ জনকণ্ঠকে জানান, নবেম্বরের মাঝামাঝি কিংবা শেষেরদিকে পরীক্ষা শুরু হতে পারে। তিনি জানান, আজকের বৈঠকেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে সাড়ে চার হাজার আসন রয়েছে।

গতবার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ফল প্রকাশের মাত্র একদিন পর ভর্তির তারিখ ঘোষণা করলেও এবার তারা একটু পিছিয়ে পড়েছে। টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা পিছিয়ে যাবার কারণেই মূলত এবার একটু দেরিতে ভর্তিপরীক্ষা হচ্ছে। বুয়েটের পাবলিক রিলেশন বিভাগ এবং উপাচার্যের দফতর থেকে জানানো হয়, শনিবার থেকে পিছিয়ে যাওয়া টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই পরীক্ষা শেষ হবে আগামী মাসে। এ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। তাদের ভাষায়, ঈদের পর ভর্তিপরীক্ষা হবে। কিভাবে, কখন পরীক্ষা হবে সেসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে তারা। বুয়েটে বর্তমানে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

এহচএসাস ফলের পর

(১২-এর পাতার পর)

৮২৫টি আসন রয়েছে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট নয় অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তিপরীক্ষার ব্যাপারে মিটিং হচ্ছে নিয়মিত।

এদিকে এইচএসসি পরীক্ষায় অবিশ্বাস্য ভাল ফল হওয়ায় এবারের ভর্তি পরীক্ষায় তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিক্যাল, বিআইটিতে (এখন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়) তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। কারণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ মেধাবীদের তুলনায় আসন সংখ্যা অনেক কম।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে সারা দেশে উচ্চ শিক্ষায় আসন সংখ্যা প্রায় দুই লাখ ষাট থেকে সত্তর হাজারের মতো।এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন রয়েছে পঁচিশ হাজারের মতো।

প্রাইভেট ভার্সিটিতে সাতাশ হাজারের মতো। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহে অনার্সে আসন রয়েছে এক লাখ বিশ হাজারের মতো। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী পর্যায়ের আসন রয়েছে নব্বই হাজারের মতো। সরকারী মেডিক্যালের আসন সংখ্যা এক হাজার ৯ শ' ষাটটি। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, লেদার টেকনোলজি, টেক্সাইল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আরও তিন থেকে সাড়ে তিন হাজারের মতো আসন রয়েছে।

এছাড়া কিছু ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে আরও কিছু আসন রয়েছে। কিন্তু এবারে সাত শিক্ষা বোর্ডে দুই লাখ ৬৩ হাজার তিন শ' আটান্ন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে কেবল জিপিএ-৫ পেয়েছে নয় হাজার চার শ' পঞ্চাশ শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর মূল টার্গেট থাকে বুয়েট, মেডিক্যাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। কিন্তু সিটের চেয়ে এসব মেধাবী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেকগুণ বেশি হওয়ায় তাদের ভর্তি